সাহাবীদের আলোকিত জীবন

প্রথম খণ্ড

মূল (আরবী): ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা
অনুবাদ: মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম
অনুবাদ-সম্পাদনা: মাওলানা মুজাম্মিল হক

সবুজ পত্র

সূচিপত্র

সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী (রা)	১৭
তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী (রা)	৩১
আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী (রা)	৪৭
উমায়ের ইবনে ওয়াহাব (রা)	৬৫
বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী (রা)	৭৩
উম্মু সালামা (রা)	৮৩
ছুমামা ইবনে উছাল (রা)	৯৫
আবূ আইউব আল আনসারী (রা)	১০৭
আমর ইবনুল জামূহ (রা)	১২১
আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল আসাদী (রা)	১৩১
আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)	১৪৩
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)	১৫৩
সালমান আল ফারেসী (রা)	১৬৫
ইকরামা ইবনে আবী জাহল (রা)	১৭৫
যায়েদ আল খাইর (রা)	১৮৭
আদী ইবনে হাতেম আত্ তাঈ (রা)	১৯৭
আবূ যর গিফারী (রা)	২০৭
আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)	২১৭
মাজযাআত ইবনে সাওর আস সাদুসী (রা)	২২৫
উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা)	২৩৫
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)	২৪৭
নু'মান ইবনে মুকাররিন আল মুযান্নী (রা)	২৬৫
সুহাইব আর রূমী (রা)	২৭৫
আবূ দারদা' (রা)	২৮৩
যায়েদ ইবনে হারেসা (রা)	২৯৭
আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)	৩০৭
পরিশিষ্ট: আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ প্রসঙ্গে	৩১৯

বিষয়ভিত্তিক সূচিপত্র
(বর্ণক্রমিক বিন্যাস)

অমুসলিম রাজা-বাদশাহদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতী চিঠি প্রেরণ /৫০
অভাব-অনটনের মাধ্যমে জীবন যাপন করাকে প্রাধান্য দেয়ার বিরল দৃষ্টান্ত /২৪
অর্থের প্রাচুর্য ও অঢেল সম্পদের পাহাড় গড়া থেকে সতর্ক থাকার বাস্তব চিত্র/২৪
অতিথিপরায়ণতার বিরল দৃষ্টান্ত /২০৮
অপরাধী ও বিপথগামীদের হেদায়াতের পথে আহ্বানের উদাহরণ /২৯৪
অশতিপর বৃদ্ধাবস্থাতেও জিহাদে অংশ গ্রহণের স্মরণীয় ঘটনা /১১৮
অগ্নিশিখা জ্বালানোর নেপথ্যে /১৬৬
আদর্শিক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারের উদাহরণ /৩২
(একমাত্র) আল্লাহর উদেশ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা /৭০
আল্লাহর পথে বিচ্ছিন্ন অঙ্গের অগ্রীম জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ /৪৪
আল্লাহর পথে ইসলামপূর্ব জীবনের কাফফারা হিসেবে দ্বিগুণ অর্থব্যয়ে জীবনবাজি রেখে জিহাদ করার প্রতিশ্রুতি /১৩৩
আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)-এর সম্মানে ১৬টি আয়াত নাযিল হয় /২১৯
আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানের বর্ণনা /১০৯
আবূ উবায়দা (রা)-এর অন্তিম উপদেশ /৫১
আবূ দারদা (রা)-এর উপদেশ /২৮৮
আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরের আসবাবপত্র /২১৫
আহলে বাইতের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নমুনা /১৫৭
আলেম-ওলামা ও উস্তাদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তির চিত্র /১৭০
ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই ইসলামপূর্ব সমস্ত পাপ মোচন হওয়ার বর্ণনা /১০০
ইসলামের প্রথম দায়ী ইলাল্লাহ /২৩৫
ইসলামী রাষ্ট্রে গুপ্তচরবৃত্তির পরিণাম /১৩৪
ইসলামের 'দাওয়াতী বৈঠক ও ইসলামের বিস্তারকল্পে দাওয়াতী গ্রুপ বের করা /২৩৫
ইসলামে সর্বপ্রথম সালাম প্রদানকারীর বর্ণনা /২১০
ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম মসজিদ /১০৮

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বপ্রথম উচ্চৈঃস্বরে কুরআন শোনানোর ঘটনা১/১৬১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রশংসা /২১৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর প্রথম ঈমান গ্রহণকারী সৌভাগ্যবান পুরুষ /৩০৩
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কে এক পাদ্রীর ভবিষ্যদ্বাণী /১৭১
রাসূল (স)-কে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসর একটি বিরল দৃষ্টান্ত /১৯
রাস্তা ও গমনাগমন স্থানে বসে আড্ডা দেওয়া সম্পর্কে হুঁশিয়ারি /২৯২
রাসূল (স)-এর দূতের কুটনৈতিক চাল ও রোম সম্রাট /৫০
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসার 'ফার্নিচার'-এর বর্ণনা /২০৩
শহীদদের ক্ষতবিক্ষত দেহ রক্তমাখা অবস্থায় দাফন করা /১৩০
শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে দোআ /১৪১
শাসকদের সুপরামর্শ প্রদানের বর্ণনা /২১
শাসকের জবাবদিহিতার দৃষ্টান্ত /২৬
শেষ সফর সামগ্রীর সঙ্গে বিজয়ের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত /৩১২
সরকারি নাগরিকভাতা গ্রহণ না করার ঘটনা /১৬৩
সর্বপ্রথম ইসলামী পদ্ধতিতে 'ওমরাহ' পালনের বর্ণনা /১০১
সর্বপ্রথম ইসলামী পদ্ধতিতে 'ওমরাহ' পালনের ঘটনা /১০১
সাজ-সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদী /২৮৮
হাক্কানী আলেমদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের বর্ণনা /২৫৬
ক্ষুৎপিপাসায় সবচেয়ে বেশি ধৈর্য্য অবলম্বনকারী /১৩১

সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী (রা)

'সাঈদ ইবনে আমের এমন মহান ব্যক্তি, যিনি দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত ক্রয় করে নিয়েছেন। সমস্ত লোভ-লালসা এবং অন্য সবকিছুর চাইতে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।'

- ঐতিহাসিকদের মন্তব্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী খুবাইব ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মক্কার কুরাইশ নেতারা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে বন্দী করে তানঈম নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নির্মম ও অমানুষিক অত্যাচারের মাধ্যমে হত্যা করে। সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী ছিলো মক্কার সেইসব যুবকদের অন্যতম, যারা কুরাইশ নেতাদের আহবানে এই নির্মম ফাঁসির দৃশ্য দেখতে গিয়েছিলো। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েও তাঁকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। পরিশেষে তারা তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

তারুণ্যে উচ্ছল সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী নারী পুরুষদের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে আবু সুফিয়ান ও সাফওয়ান ইবনে উমাইরের মতো কুরাইশ নেতৃবৃন্দের পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়। খুবাইব ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর

শাহাদাতের দৃশ্য ছিলো অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাত পা শিকলে বেঁধে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হওয়ার কালে মক্কার নারী-পুরুষ, শিশু ও যুবকের দল তাঁকে ধাক্কা দিতে দিতে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যেতে থাকে। উপস্থিত নির্মম জনতা করতালি দিয়ে এ হত্যাকাণ্ডে উৎসাহ দিচ্ছিল। সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী একটি উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে এ নির্মম দৃশ্য দেখছিলো। নির্মম কুরাইশরা আজ এ হত্যার মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের সীমাহীন হিংসা-জিঘাংসা চরিতার্থ করছে এবং বদরের যুদ্ধে তাদের নিহতদের হত্যার প্রতিশোধ নিচ্ছে।

ইতোমধ্যেই তারা খুবাইব ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ফাঁসির মঞ্চে উপস্থিত করেছে। কাফিরদের জিঘাংসার মন খুবাইবের খুনের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠল। চারদিকে কাফিররা তুমুল হর্ষধ্বনি দিয়ে হিংস্র ও বর্বর উল্লাসে ফেটে পড়লো। আল্লাহর রাহে নিবেদিত, মযবুত ঈমানী চেতনায় বলীয়ান খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কাফিরদের এ নির্মম নির্যাতনে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। প্রচণ্ড শোরগোলের মাঝে হঠাৎ সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী শুনল যে, খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কণ্ঠ থেকে একটি শান্ত ও ধীরস্থির, খোদায়ী শক্তিতে বলীয়ান এক তেজোদীপ্ত আওয়ায বের হলো:

اِنْ شِئْتُمْ اَنْ تَتْرُكُوْنِىْ اَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ مَصْرَعِــىْ فَافْعَلُوْا

'তোমরা অনুমতি দিলে ফাঁসি দেওয়ার আগে আমি দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করতে চাই।'

সাঈদ এ আওয়াজ শোনামাত্রই প্রবল আগ্রহে ফাঁসির মঞ্চের দিকে তাকাল এবং দেখতে পেল খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিবলামুখী হয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় করছেন। কী সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক তাঁর সেই নামায! ধীর স্থিরভাবে স্বল্প পরিসরে তিনি দু'রাকায়াত নামায আদায় করে উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

وَللهِ لَوْلَا اَنْ تَظُنُّوْا اَنِّىْ اَطَلْتُ الصَّلٰوةَ جَـزَعًـا مِنَ الْمَوْتِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الصَّلٰوةِ

"আল্লাহর শপথ! আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘায়িত করছি, তোমরা এ ধারণা করবে বলে মনে না হলে আমি আমার নামায আরো দীর্ঘ করে পড়তাম।"

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই দীপ্ত ঘোষণার পরই কালবিলম্ব না করে মক্কার কাফিরেরা তাঁর ওপর আবার সেই পৈশাচিক ও অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে দিল। মানুষতো দূরের কথা, একটি নির্বোধ পশুকেও কোনো নির্মম পাষণ্ড জীবিত অবস্থায় তার দেহ থেকে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একের পর এক কেটে কেটে বিচ্ছিন্ন করার মতো নির্মমতা প্রদর্শন করতে সাহস পাবে না। অথচ তৎকালীন মানুষরূপী সেই ইসলামের দুশমনরা জীবিত অবস্থায়ই খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শরীর থেকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একের পর এক কেটে কেটে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে বলতে থাকে:

'তুমি কি রাজি আছো? যদি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে তোমারই উপস্থিতিতে তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে হত্যা করি?'

রাসূলপ্রেমিক খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শরীর থেকে তখন ভীষণভাবে রক্তপাত হচ্ছিল; কিন্তু শত পৈশাচিক নির্যাতন ও নিপীড়ন সত্ত্বেও আল্লাহর নির্ভীক সৈনিক, রাসূলপ্রেমিক মর্দে মুজাহিদ খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলিষ্ঠ ঈমানী দীপ্ত চেতনায় অনঢ় এবং অটল। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে উত্তর দিলেন:

'আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার বিনিময়ে আমি মুক্তি পেয়ে আমার পরিবার-পরিজনের নিকট নিরাপদে ফিরে যাওয়া তো দূরের কথা, পথে হেঁটে যেতে তাঁর পায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগুক তাও আমি সহ্য করতে পারবো না। মুনাফিকী জীবন থেকে শহীদি মৃত্যু আমার কাছে অনেক উত্তম।'

তাঁর এই ঈমানী চেতনাদীপ্ত দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা শুনে আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন হয় তেমনি উচ্ছৃংখল কাফিরেরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল এবং চিৎকার করে বলতে শুরু করলো:

'তাকে হত্যা করো, তাকে হত্যা করো।'

সাথে সাথে ফাঁসিকাষ্ঠে দণ্ডায়মান জান্নাতের পথযাত্রী খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপরে হিংস্র হায়েনার মতো সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়লো কাফিররা। তীর, বর্শা আর খঞ্জরের আঘাতে তারা তাঁর গোটা দেহকেও ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলল। এদিকে আল্লাহর পথের যাত্রী খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আকাশের দিকে তাঁকিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করছেন এবং ফাঁকে ফাঁকে বলছেন,

'হে আল্লাহ! তুমি এদের দেখে রেখো, এদের শক্তি ও প্রতিপত্তিকে ধ্বংস করে দাও, কাউকে ক্ষমা করো না। এক এক করে এদের সবাইকে শেষ করো।'

এ কথাগুলো বলতে বলতে তিনি শাহাদাতের পাক-পেয়ালা পান করে মহান প্রভুর দরবারে চলে গেলেন।

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঈমানী চেতনা, আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় মনোবল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রাণাধিক ভালোবাসা এবং শাহাদাতের এই নির্মম দৃশ্য কাফিরদের পাষাণ হৃদয়ে কোনো রেখাপাত করেনি; বরং তারা আত্ম-অহংকার ও খোদাদ্রোহিতার পথেই ইসলামের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য অন্ধভাবে অপচেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের নির্মম দৃশ্য যুবক সাঈদের অন্তরে অত্যন্ত গভীরভাবে রেখাপাত করে। মুহূর্তের জন্যেও সে তা ভুলতে পারেনি। সে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে এবং জাগ্রত অবস্থায় কল্পনার চোখে তাঁকে দেখতে থাকে। সে যেন দেখতে পায় তার সামনে দাঁড়িয়ে ধীর ও প্রশান্তচিত্তে ফাঁসিকাষ্ঠের সামনে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দু'রাকাআত নামায আদায় করছেন। কুরাইশদের বিরুদ্ধে যে বদদো'আ তিনি করেছিলেন তা যেন তার কর্ণকুহরে ভেসে আসছে। তার মনে হতো যেন আসমান থেকে কোনো বিকট বজ্রধ্বনি কিংবা প্রকাণ্ড পাথর তার ওপর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তাই সে মাঝে মাঝে ভয়ে আঁৎকে উঠত।

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের ঘটনা সাঈদের হৃদয়ে এমন একটি বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলো, যা ইতঃপূর্বে সে কখনো অনুভব করেনি। সে বুঝতে পেরেছিলো, যেন শাহাদাত বরণের মাধ্যমে তিনি সাঈদকে এ শিক্ষাই দিয়ে গেলেন যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অগাধ প্রেম ও ভালোবাসাই হলো মু'মিন জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। সে খুবাইব

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কুরবানী থেকে এটাই বুঝতে পারলো যে, মযবুত ঈমানী চেতনাই মু'মিন জীবনে অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক ঘটনা সংঘটিত করতে সক্ষম করে তোলে। তার অন্তর বার বার এও সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, যাঁর অনুসারীগণ নিজেদের জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও তাঁদের নবীকে ভালোবাসে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্যিকার রাসূল না হয়ে পারেন না।

সাঈদের হৃদয়ে যখন এসব চিন্তা বিপ্লবী ঝড় সৃষ্টি করেছিলো তখন আল্লাহ তাকে ইসলামের জন্য কবুল করলেন। সাঈদ মুশরিকী জিন্দেগীতে আর এক মুহূর্তও অতিবাহিত করা পছন্দ করলো না। সাথে সাথে ছুটে গেলো কুরাইশদের অনুষ্ঠানে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে সে মানুষের হাতে গড়া মূর্তি, দেবতা আর কুরাইশদের পৌত্তলিকতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করে ইসলাম কবুলের কথা দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়ে দিল।

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপরও নেমে এল জুলুম নির্যাতন। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের ন্যায় মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। মদীনায় এসে সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে নিজেকে কুরবান করেন। তিনি সর্বদাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে নিয়োজিত থাকতেন। খায়বার থেকে শুরু করে সকল জিহাদে তিনি হুজুরের সাথে সাথে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। হুজুরের ওফাতের পরও সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমীরুল মু'মিনীন আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফত আমলে সার্বক্ষণিক জিহাদে রত ছিলেন। খালীফাতুল মুসলিমীনদ্বয় তাঁর তাকওয়া ও খোদাভীতি সম্পর্কে খুব ভালো করে জ্ঞাত ছিলেন এবং তাঁর পরামর্শাদি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতেন।

তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী (রা)

হে আল্লাহ, তোফাইল বিন আমর আদ'দাউসীকে তার উদ্দিষ্ট কল্যাণকর কাজে নিদর্শন দ্বারা সাহায্য করো।

–রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু'আ

তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবের ঐতিহ্যবাহী দাউস বংশের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। সমগ্র আরবে যে ক'জন উচ্চ নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন সভ্রান্ত নেতার পরিচয় পাওয়া যায় তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন আরব বিশ্বের প্রখ্যাত দানবীর। তাঁর বাড়িতে মেহমানদের জন্যে সর্বক্ষণ রান্নাবান্না হতো। কোনো আগন্তুক তাঁর দরবার থেকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছেন এমন কোনো নজির পাওয়া যায় না। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, ভীতসন্ত্রস্তের নিরাপত্তা বিধান এবং অসহায় ও নিরাশ্রয়কে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তাঁর সুখ্যাতি ছিলো সবার শীর্ষে। তিনি শুধু একজন দানবীরই ছিলেন না; অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, অনলবর্ষী বক্তা, সুসাহিত্যিক ও খ্যাতনামা কবিও ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও কবিতার ছন্দে ছিলো এক বিস্ময়কর জাদুকরী আকর্ষণ। শ্রোতাদের দেহ-মন এসবের আকর্ষণে হয়ে উঠত উদ্বেলিত। তিনি ছিলেন কাব্য ও ভাষাশিল্পের

একচ্ছত্র সম্রাট। এর ভালো-মন্দ বিচারে পারদর্শী, সূক্ষ্মতম ত্রুটিও তাঁর নজর এড়িয়ে যেতে পারত না।

ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য তাঁকে জাহেলী যুগেও পবিত্র খানায়ে কাবার তাওয়াফ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সে সময়ের প্রচলিত প্রথানুযায়ী ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর জন্মভূমি লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চল 'তিহামা' থেকে মক্কায় আগমন করেন। এ সময় মক্কায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কাফির কুরাইশদের মধ্যে পারস্পরিক শক্তি ও জনসমর্থন বৃদ্ধির চরম এক প্রতিযোগিতা চলছিলো। উভয় পক্ষই নিজ নিজ অনুসারী বৃদ্ধির জন্যে ব্যাপক প্রচারাভিযান পরিচালনা করছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে যেমন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার জন্য লোকেদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন, অন্যদিকে কুরাইশরাও পৌত্তলিকতাকে আঁকড়ে ধরে জনগণকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান থেকে দূরে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিলো।

এ অবস্থায় তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী তাঁর মনের অগোচরেই উভয় পক্ষের লক্ষ্যে পরিণত হন। তাঁকে নিয়ে উভয় পক্ষের লোকজনের মধ্যে এক চরমস্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। তোফাইল আদ দাউসী তা বুঝতে পেরে একদিকে যেমন কুরাইশদের দল ভারী করার প্রতি আন্তরিকতা পোষণ করতেন না, অন্যদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার মানসিকতাও তাঁর গড়ে উঠেনি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে ওমরাহ পালন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা।

তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিয়ে এই আদর্শিক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে মক্কায় যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছিলো, সে ঘটনা ছিলো অত্যন্ত চমৎকার ও আকর্ষণীয়। তোফাইল আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাষায়:

'আমি যখন ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছলাম, তখন কুরাইশ নেতৃবর্গ আমাকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানায় এবং তারা আমাকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ভূষিত করে। অতঃপর আমাকে কেন্দ্র করে কুরাইশ বুদ্ধিজীবী ও

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ একটি বিশেষ সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় তারা অত্যন্ত সম্মানের সাথে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে:

'তোফাইল আদ দাউসী! মক্কা শহরে আপনার আগমনে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাকে অবগত না করে পারছি না যে, আমাদেরই এক ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করেছে। সে তার তৎপরতার মাধ্যমে আমাদের সমাজকাঠামোর ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে এবং পরস্পরের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি ও পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। আমরা আশঙ্কা করছি, সে আপনার মতো জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপরও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতে পারে। এমনকি সে আপনার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যেও ভাঙন সৃষ্টি করতে পারে। হতে পারে এমন যে, আপনার অধীনস্থ ও অনুগত ব্যক্তিদেরও সে ধোঁকায় ফেলবে। তাই আপনার প্রতি আমাদের একান্ত পরামর্শ হলো, মক্কায় অবস্থানকালে আপনি তার সাথে কোনো কথা বলবেন না এবং তার কোনো কথা বা আলোচনা শুনবেন না। কারণ, তার কথার মধ্যে এক ধরনের জাদুকরী শক্তি রয়েছে, যা দিয়ে সে পিতা-পুত্র, ভাই-বোন এমনকি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেও ফাটল ধরাতে সক্ষম।'

কুরাইশ বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ ছাড়া আরও অনেক আজগুবি কথাবার্তা ও নানা প্রকার আশ্চর্যজনক ঘটনাবলি আমাকে শোনাল। ফলে, তাঁর জাদুকরী কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি ও আমার জাতির লোকজনের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা রক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। অতঃপর দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম:

'আমি তাঁর সাথে কোনো কথা বলব না এবং তাঁর কোনো কথা শুনব না।'

পৌত্তলিক প্রথানুযায়ী হজ্জের সময় আমরা যেভাবে দেবতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও খানায়ে কাবা তওয়াফ করে থাকি, পরদিন ঠিক তদ্রূপ তাওয়াফের উদ্দেশ্যে যখন রওয়ানা হই, তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা যেন আমার কানে না পৌঁছে সেজন্য দু'কানের মধ্যে খুব ভালো করে তুলা গুঁজে দেই।

বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করে দেখতে পাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করছেন। কিন্তু তাঁর এ নামায আমাদের পৌত্তলিক

প্রথার নামায থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তিনি ইবাদত করছেন; কিন্তু তাঁর ইবাদত আমাদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন ধরনের। তাঁর ইবাদতের একাগ্রতার দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের আন্তরিকতা ও বিনয়ভাব এবং আমাদের প্রদর্শনীমূলক ও অন্তঃসারশূন্য ইবাদতের সাথে তুলনা করতে গিয়ে আমি বরং তাঁর দিকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। এমনকি পূর্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমি অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে তাঁর নিকটে চলে আসি। আল্লাহর মহিমা! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিলাওয়াতের কিছু অংশ আমার কানে এসে পৌঁছে। কী অপূর্ব! হৃদয়গ্রাহী, মনোমুগ্ধকর ও অর্থবহ সে তিলাওয়াত! যা শুনে আমি নিজের প্রতি ধিক্কার দিয়ে বলছিলাম:

'তোফাইল, তোমার মা তোমাকে কতইনা হতভাগা সন্তান হিসেবে জন্ম দিয়েছিলো! তুমি একজন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি, খ্যাতনামা কবি, বিচক্ষণ বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞান সম্রাট, ভাষার ভালো ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে তুমি অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। কে তোমাকে মুহাম্মদের কথা শ্রবণে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে? তিনি যদি কোনো উত্তম কথা বলেন, তাহলে তা গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি কিসের? আর যদি তিনি অকারণে কিছু বলেন, তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করতেই বা বাধা কী?'

এসব কথা ভেবে ভেবে পরিশেষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত ও তাওয়াফ সেরে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলাম। অতঃপর তিনি যখন তাঁর বাড়ির দিকে ফিরলেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করে চললাম এবং তাঁর সাথেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এরপর আমি তাঁর খিদমতে আরয করলাম:

'হে মুহাম্মদ! আপনার জাতির লোকেরা আমাকে আপনার সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল ধারণা দিয়েছে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তারা আপনার সম্পর্কে আমার মধ্যে প্রচণ্ড ভীতির সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমি যেন আপনার কথা না শুনতে পাই, সেজন্যে কানে ভালো করে তুলা গুঁজে দিয়েছিলাম; কিন্তু আল্লাহর কী কুদরত! এ সত্ত্বেও আপনার তিলাওয়াতের একটি অংশ আমি শুনতে পাই, যা আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। তাই আমি আপনার খিদমতে আরয করছি যে, আপনার দাওয়াত সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন।'

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং সূরা ফালাক ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করে শোনালেন।

আহ! কি মনোমুগ্ধকর মধুর সে বাণী! এর চেয়ে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী কথা আমি আর কখনো শুনিনি। এর চেয়ে উত্তম বাস্তবধর্মী নির্দেশাবলি সম্পর্কে কখনো অবগত হইনি। অতঃপর কালবিলম্ব না করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করি:

وَشَهِدْتُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَدَخَلْتُ فِــى الْاِسْلَامِ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল।"

কালেমায়ে শাহাদাতের এ ঘোষণার মাধ্যমেই আমি ইসলামের সুমহান ছায়াতলে আশ্রয় নিই। ইসলাম গ্রহণের পর দীর্ঘদিন আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভের প্রত্যাশায় মক্কায় অবস্থান করি। সে সুবাদে আমি ইসলামের মহান শিক্ষালাভ ও পবিত্র কুরআনে কারীম হিফয করতে থাকি। অতঃপর যখন আমি দেশে ফেরার ইচ্ছা করি তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করি, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোত্রের আমি একমাত্র নেতা। আমি এখন তাদের কাছে ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে চাই। আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এমন কোনো নিদর্শন দান করেন, যাতে মুগ্ধ হয়ে তারা আমার দাওয়াতে সাড়া দেয়। এ কথা শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেন,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَّهٗ اٰيَةً

'হে আল্লাহ! তুমি তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসীকে একটি নিদর্শন দান কর।'

এরপর আমি আমার জাতির লোকেদের কাছে ফিরে আসি। বাড়ি থেকে অনতিদূরে একটি উঁচু টিলায় এসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর নিদর্শনস্বরূপ আমার কপালে ও

দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে একটি নূর প্রজ্বলিত হতে শুরু করলো। সে যেন একটি সার্চ লাইট! আমি তা দেখে আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম:

'হে আল্লাহ! নিদর্শনস্বরূপ আপনি আমার কপালে যে নূর দান করেছেন, একে দয়া করে অন্যত্র সরিয়ে দিন। কারণ, আমি আশঙ্কা করছি যে, আমার জাতির লোকেরা এটা ধারণা না করে যে, পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরিণামে আমার কপালে আগুন লেগেছে।'

অতঃপর আল্লাহ এ নূরকে আমার কপাল থেকে সরিয়ে আমার চিবুকের বাটে প্রজ্বলিত করেন। লোকজন আমার এই নিদর্শনকে প্রজ্বলিত ঝুলন্ত প্রদীপের মতো দেখতে পেত। এবার আমি আশ্বস্ত হলাম ও টিলা থেকে বাড়ির দিকে আসতে লাগলাম। বাড়িতে আসতে প্রথমে আমার বৃদ্ধ পিতা আমাকে স্বাগত জানালেন।

আমি তাঁকে বললাম:

'হে আব্বা! আমি আপনার খিদমতে কিছু কথা আরয করতে চাই। হে আমার পিতা! আমি আপনার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে গেছি এবং আপনিও আমার হতে ভিন্ন হয়ে গেছেন।'

পিতা বললেন:

'কী হয়েছে বৎস? কীভাবে তুমি আমার থেকে আলাদা হলে?'

আমি বললাম:

'আমি ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়েছি।'

এ কথা শুনে পিতা বললেন:

'প্রিয় পুত্র আমার! এখন থেকে আমিও ইসলামকে নিজের দীন হিসেবে গ্রহণ করলাম।'

আমি তখন পিতাকে বললাম,

'হে আব্বা! আপনি গোসল করে, পাক-পবিত্র কাপড় পরিধান করে আসুন এবং আমি যেভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি, সে নিয়মে আপনাকেও ইসলামে দীক্ষিত করি।'

অতঃপর তিনি গোসল করে, পাক কাপড় পরিধান করে এলে, আমি ইসলামের মহান দাওয়াত তার সামনে তুলে ধরি। তিনি বিনা দ্বিধায় কালেমায়ে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করে ইসলামে দীক্ষিত হন।

অতঃপর আমার স্ত্রী আমাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসে। আমি তাকেও বলি, তোমার সাথে একটু কথা আছে, তা হলো:

'তুমি এখন আর আমার নেই এবং আমিও আর তোমার নেই।'

স্ত্রী বললো:

'তা কীভাবে? আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক, আপনি কি আমার প্রতি রাগ করেছেন?'

উত্তরে আমি বললাম:

'ইসলাম তোমার এবং আমার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে। কারণ, আমি ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়েছি।

এ কথা শুনে স্ত্রী বললো:

'আমিও আপনার সাথে ইসলামে দীক্ষিত হলাম।'

অতঃপর আমি তাকে বললাম:

'দাউস গোত্রের দেবতার মূর্তির পাশ ঘেঁষে পাহাড় হতে যে ঝর্না প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানকার স্বচ্ছ পানিতে গোসল করে এসো।'

স্ত্রী উত্তরে বললো:

'আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক, যেখানে আমাকে গোসল করতে পাঠাচ্ছেন, না জানি, ধর্মচ্যুত হওয়ার কারণে আমি যু-শারাহ বা ঝর্নাদেবীর অভিশাপে নিপতিত হই।'

আমি বললাম:

'তোমার দেবতা ধ্বংস হোক এবং তোমার কুচিন্তা দূর হোক! আমি এ জন্যে বলেছি যে, লোকজনের ভিড়ের আড়ালে একটু দূরে গিয়ে ভালো করে গোসল করে আসতে। আমি তোমাকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এই পাথরের মূর্তি তোমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।'

অতঃপর সে সেখান থেকে গোসল করে এলে, আমি তার কাছে ইসলামের সুমহান দাওয়াত পেশ করি এবং সে কালেমা শাহাদাতের বাণী উচ্চারণের

মাধ্যমে ইসলামে দীক্ষিত হয়। অতঃপর আমি আমার দাউস সম্প্রদায়ের সমস্ত লোককে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাই। কিন্তু একমাত্র আবূ হোরায়রা ব্যতীত তাৎক্ষণিকভাবে আর কেউ আমার এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তারা ইসলাম গ্রহণে বড়ই মন্থর গতি অবলম্বন করে। দীর্ঘদিন দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখার পর আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সাথে নিয়ে আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে মক্কায় আসি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করেন:

'হে তোফাইল! তোমার দাওয়াতী কাজের অবস্থা কী? আল্লাহর ডাকে কেউ কি সাড়া দিয়েছে?'

উত্তরে আমি আরয করি:

'ইসলামের প্রতি তাদের অন্তর হিংসা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, তারা কুফরী ও শিরকের মধ্যে ভীষণভাবে নিমজ্জিত। খোদাদ্রোহিতা, নাফরমানী ও শঠতা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত নিরাশ।'

তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনায় বলেন:

'আমার থেকে দাওয়াতী কাজের এই হতাশাব্যঞ্জক সংবাদ শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মন্তব্য না করে উঠে এসে ওযূ করে দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। নামাযশেষে আকাশ পানে দু'হাত তুলে মুনাজাত করতে থাকলেন।'

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ প্রসঙ্গে

[আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কিত এ হাদীসের উপর আল ইমাম আল হাফিয জামাল উদ্দীন আবিল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী আল বাগদাদী (মৃত ৫৯৭ হি:) অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা করেছেন। আরবী রেফারেন্স বইয়ের দুষ্প্রাপ্যতার কথা বিবেচনা করে জ্ঞান-পিপাসু পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে এখানে হাদীসটির পক্ষে-বিপক্ষের দলীল-প্রমাণাদিসহ তাঁর দীর্ঘ পর্যালোচনাটি সংযোজন করা হলো:]

অনেকটা তাবেঈ আত্ তাবেঈনের যুগে মোহমুক্তির উদ্দেশ্যে তাসাউফপন্থীদের মধ্যে আত্মশুদ্ধির নামে রিয়াযত ও মোরাকাবা-মোশাহাদার চর্চা তুঙ্গে উঠে। তাসাউফপন্থী পীর-মোর্শেদগণ প্রথম দিকে সদুদ্দেশ্যেই তাঁদের ইজতিহাদী চিন্তা-ভাবনার আলোকে দুনিয়াত্যাগী জীবনযাপন বেছে নেন। ধন-সম্পত্তির ক্ষতিকর ও নৈতিকতাবিধ্বংসী দিকের প্রতি হয়ে উঠেন শঙ্কিত ও ভীত। ভোগ-বিলাসত্যাগী এ সূফী-সাধকগণ 'রিয়াযতে নাফ্স'-এর নামে ক্ষুধার্ত জীবনের অনুশীলন করতে ও নিজেদের ধন-সম্পত্তি অকাতরে বিলিয়ে দিতে থাকেন। পরবর্তীতে এ সূফী সাধকগণ আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে সে সময়কার হাদীসশাস্ত্র বিশারদ, ফিক্হবিদ, মুফাসসিরীন এবং মুহাক্কিক আলেম-উলামার প্রশ্নের সম্মুখীন হন। কেননা, রিয়াযতে নাফ্স-এর অনুশীলনের চেয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাদের মতাদর্শকে প্রমাণ করা অধিক কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। যে কারণে বাধ্য হয়ে তাঁরা এমন নানাবিধ উদ্ধৃতির আশ্রয় নেন, যা নেহায়েতই ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর। তারা সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের ইসলামী নীতিমালার দিকে ফিরে না এসে কোনো কোনো সূফী-সাধকের ইচ্ছাপ্রণোদিত কর্মকাণ্ডকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে। এতেও তাদের সৃষ্ট মতাদর্শকে সত্য বলে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে ভিত্তিহীন ও জাল হাদীসের উদ্ধৃতি পর্যন্ত পেশ করতে থাকে। তাদের অন্যতম ও শীর্ষ বর্ণনাকারী হলো 'হারেস আল মোহাসেবী' নামক জনৈক অর্ধমূর্খ সূফী।

তিনি তার বর্ণনায় উল্লেখ করেন:

'সম্পদের মোহ ত্যাগ করতে এখনো যারা বিভ্রান্তিতে ভুগছেন, তাদেরকে বলছি: 'আপনারা কী করে এ ধারণায় লিপ্ত আছেন যে, হালাল উপায়ে অর্থোপার্জন তার পরিত্যাগের চেয়ে উত্তম? নিঃসন্দেহে আপনারা এ ধারণার মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যসব নবী ও রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছেন। কি করে এ ধারণা পোষণ করছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদের ক্ষতিকর বিভীষিকা সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেননি। তিনি কি এ কথা জানতেন না যে, সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণকর? আপনারা কি এ ধারণা করছেন যে, যখন তিনি সম্পদ আহরণে নিষেধ করেছেন তখন আল্লাহ তা অবলোকন করেননি? এবং এটি জানতেন না যে, এর সংগ্রহ তাদের জন্য কল্যাণকর? সাহাবীদের সম্পদ ছিলো বলে তা সংগ্রহের বৈধতা খুঁজে বেড়াচ্ছেন? তাতে কোনোই লাভ হবে না। কেননা, আবদুর রহমান ইবনে আওফ কিয়ামতের দিন এটিই চাইবেন যে, কতই না ভালো হতো, যদি তাকে অঢেল সম্পদের পরিবর্তে শুধুমাত্র দুনিয়াতে এক মুষ্টি খাবার দেওয়া হতো!' হারেস আল মোহাসেবী তার বর্ণনা অব্যাহত রেখে আরও বলেন:

'আমি সন্দেহাতীতভাবে জানতে পেরেছি যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফের ইনতিকালের পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ বলাবলি করেন যে, আমরা আবদুর রহমান ইবনে আওফ-এর পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির আধিক্যের ব্যাপারে আতঙ্কিত। এটা, শুনে 'কা'ব' নামক এক ব্যক্তি বলেন:

'সুবহানাল্লাহ! তোমরা কেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ-এর সম্পদের উপর আশঙ্কা বোধ করছ? কেননা, তিনি হালাল পন্থায় তা আহরণ করেছেন ও উত্তম পন্থায় তা খরচও করেছেন।'

কা'বের এ কথা শোনামাত্রই আবূ যর গিফারী ক্রোধান্বিত অবস্থায় কা'বকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বের হয়ে পড়েন। আবূ যর-এর এ অবস্থা দেখে কা'ব দ্রুততর উট নিয়ে প্রস্থানের চেষ্টা করলে তাকে ধরে ফেলা হয় এবং তাকে বলা হয় যে, আবূ যর তোমাকে খুঁজছে। এটি শোনামাত্রই কা'ব এক দৌড়ে উসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং ঘটনার বর্ণনা দেন। আবূ যর গিফারী কা'বকে বলেন: হে ইহুদী সন্তান এদিকে এসো।